সংবাদ

027

তারিখ ... 23.5.85 ...
পৃষ্ঠা ... ... 6 কলাম ... ...

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এমনিতেই শিক্ষা সংক্রান্ত নানা সমস্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, সেখানে শিক্ষা-বহির্ভূত বিষয় যখন সমস্যার আকার নিয়ে দেখা দেয় তখন উদ্বেগ জাগে বৈকি। এই মুহূর্তে রাজধানীর দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন কতকগুলো বিষয় উত্তেজনার কারণ হয়ে উঠেছে যার সঙ্গে পড়াশোনার কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু জড়িত রয়েছেন ছাত্র ও শিক্ষকরা। মতিঝিল মডেল হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে এবং চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা একজন শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ ও নানা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ শুরু করেছেন। এই উত্তেজনা শেষ পর্যন্ত হাঙ্গামায় পরিণত হতে পারে এমন আশংকাও দেখা দিয়েছে।

ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। তবে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্টকারী এ ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুন কিছু নয়। পত্রিকার পাতা খুললে দেশের কোথাও না কোথাও এমন ঘটনা ঘটার খবর পাওয়া যাবে। এগুলো ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতিরই প্রমাণ। এজন্যে কারা দায়ী তা সবসময় হয়ত নির্ণয় করা মুশকিল, কিন্তু বোঝা যায় শ্রদ্ধা ও স্নেহ বিনিময়ের সেই সম্পর্কটি উভয় দিক থেকেই এখন অনেক ঠুনকো হয়ে এসেছে। শিক্ষকরা শিক্ষা দেবেন, ছাত্ররা শিক্ষা নেবে। দেয়া-নেয়ার সেই হিসেবটা এখন বোধ হয় আর মিলছে না, হয়ত শিক্ষা-অতিরিক্ত অন্য কিছু যুক্ত হয়েছে এর সঙ্গে। বস্তুতঃ শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানো এবং ছাত্রদের পরীক্ষায় টোকাটুকি যখন থেকে ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে, তখন থেকেই এদের সম্পর্ক-অবনতি ঘটেছে। এ বিষয়টির আর ব্যাখ্যা করতে চাই না, এটা আমাদের শিক্ষা-জীবনের এক গ্লানিকর দিক।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক অবনতির কারণ খুঁজলে আরো অনেক পাওয়া যাবে। এর প্রধান কারণ হল মূল্যবোধের অবক্ষয়। সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি। ক্ষমতার প্রতি ছাত্রদের আকর্ষণ বাড়ানোর অপ্রতিনিধিত্বশীল রাজনীতি-বিলাসী লোকদের কলাকৌশল। আর অপর দিকে বর্তমান আর্থিক সংকটের দিনে শিক্ষকদের মধ্যে পেশার প্রতি আকর্ষণ গেছে কমে। শিক্ষকদেরও দলীয় রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহারের নজির তো এখন আর প্রচ্ছন্ন নয়। তৃতীয় কারণ হল, পেশা হিসেবে শিক্ষকতা আকর্ষণীয় না হওয়ায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা এ পেশায় যেতে চান না। তারা বেশি বেতনের ভাল চাকরি খুঁজে নেন। অন্য দিকে ছাত্র হিসেবে যারা তেমন সাফল্য দেখাতে পারেননি, তারা ভাল চাকরি না পেয়ে অবশেষে শিক্ষকতা করতে যান। তারা শিক্ষক হিসেবেও সফল হন না, সম্ভবতঃ হতেও চান না। জ্ঞানের চর্চা বাদ দিয়ে তাদের অনেকে অন্য কিছুর চর্চায় নিয়োজিত হন। শিক্ষকতার জন্যে এক বিশেষ মন-মানসিকতারও প্রয়োজন, যাদের সেটা নেই তারা শিক্ষকতা করতে গেলে অনর্থ বাঁধবেই।

বর্তমান ব্যবস্থায় এ রকম একটা অবস্থার অবশ্য পরিবর্তন আশা করা যায় না। অপ্রীতিকর পরিস্থিতির আশংকা নিয়েই হয়ত এমন একটা অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে আমাদের। তবে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। যখন দেখা যাবে ওই আশংকা বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে তখনই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন। তাতে অনেক সময় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হয়।